بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১ ডিসেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো জার্মানির ছাত্রীবৃন্দ

২৮ নভেম্বর ২০২১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদী মুসলিম নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) জার্মানির শিক্ষার্থীদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর চার শতাধিক উচ্চ-শিক্ষার্থী ছাত্রীরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ফ্রাঙ্কফুর্টের বাইতুস্ সবূহ্ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর, লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

ছাত্রীদের একজন জানতে চান সন্তানদের ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে পিতা-মাতা যদি একমত না হতে পারেন তাহলে কী করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি আবশ্যক যে সন্তানকে ওয়াকফে নও স্কীমে উৎসর্গ করার পূর্বে পিতা-মাতা উভয়েই এ বিষয়ে পুরোপুরি একমত হন। নতুবা ঘরে মতানৈক্য হবে এবং সন্তান লালন-পালনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যদি কেবল মা কিংবা বাবার জোরালো আকাঙ্ক্ষা থাকে তাদের সন্তানকে উৎসর্গ করার, তাহলে তাদের উচিত সন্তানকে এমনভাবে লালন-পালন করা যেন যখন সে বড় হয় সে যেন নিজেই ধর্মের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্মরণ রাখবে যে, কেবল ওয়াকফে নও উপাধি লাভ করা বা তুমি নিজের সন্তানকে ওয়াকফে নও এর অধীনে উৎসর্গ করেছো — এ কথা বলার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই যদি সেই সন্তান তার পড়াশোনায় এবং তার নামাযে মনোযোগী না হয়, এবং ইবাদত ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে তার মনোযোগ নিবদ্ধ না করে আর এমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উন্নত নৈতিক গুণাবলী নেই বা ধর্মের সাথে যাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।"

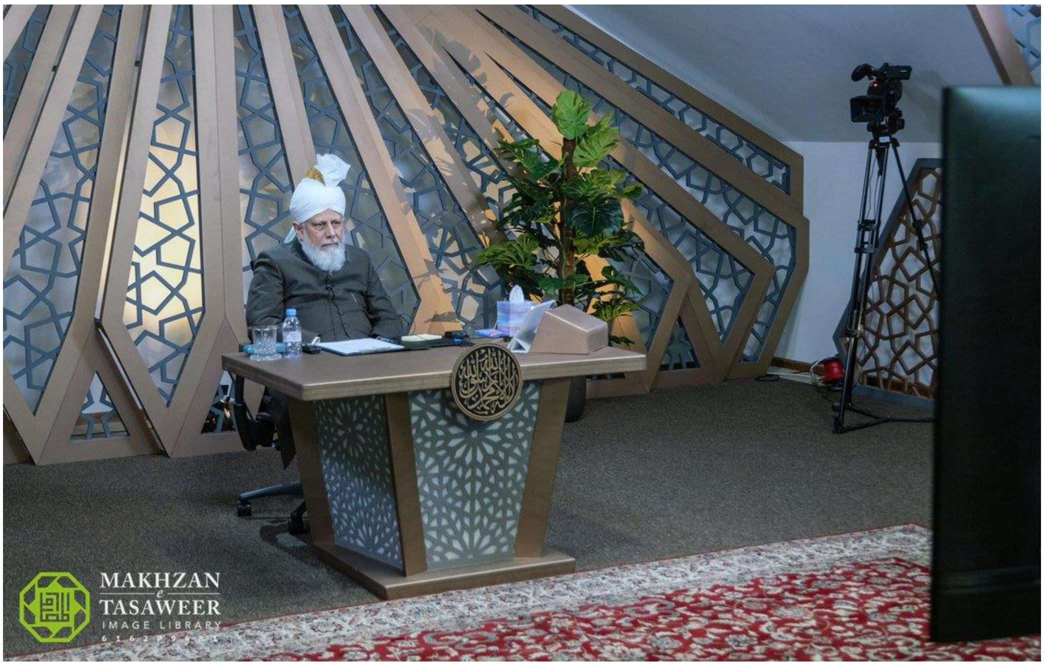

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, একটি শিশু অধিকাংশ সময় তার পিতা-মাতার সঙ্গে কাটায়, আর তাই এমন হওয়া উচিত নয় যে, পিতা-মাতা তার ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের ভার জামা'তের ওপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত সকল দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। বরং, পিতা-মাতা হিসেবে তাদের সন্তানদের ধর্মীয় এবং পার্থিব শিক্ষার বিষয়ে তাদের পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যেভাবে আমি বলেছি, যদি পিতা-মাতা উভয়ে তাদের সন্তানকে ওয়াকফে নও স্কীমের অধীনে উৎসর্গ করতে সম্মত না হন, তবে পিতা-মাতার মধ্যে যিনি সন্তানকে ওয়াকফে নও করতে আগ্রহী তার উচিত হবে সন্তানের লালন-পালন এমনভাবে করা যেন শিশুটি একটি সুন্দর ফুলে পরিণত হয় যা সুমিষ্ট আধ্যাত্মিক সৌরভ ছড়াতে থাকে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য এক সম্পদে পরিণত হয়। সে বড় হোক এবং এসবের যোগ্যতা অর্জন করুক, আর এরপর ধর্মের সেবায় সে নিজেকে উৎসর্গ করুক।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী পিতা-মাতা কর্তৃক নির্যাতিত সন্তানদের জন্য কেয়ার হোম বা আশ্রয় প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি কোনো শিশুকে কেয়ার (আশ্রয়)-এ পাঠানো হয়, তখন এটি বিনা ব্যতিক্রমে পিতা-মাতার দোষেই হয়ে থাকে। তারা কেন তাদের সন্তানদের ওপর নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ করেন? খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তারা পাপী এবং তাঁর কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। একটি শিশু আল্লাহ্ তা'লার এক নিয়ামত, পুরস্কার এবং এক সৌভাগ্য আর তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব তারা যেন সর্বোত্তম উপায়ে তাদের সন্তানদের যত্ন নেয়, তাদের লালন-পালন করে এবং তাদের সুরক্ষা করে। ভালোবাসা এবং যত্নের সাথে তাদের সন্তানদের লালন পালন করা উচিত। ... আমি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার বলেছি যে, সন্তানদের সঙ্গে আপনাদের এক গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন থাকা উচিত, আপনাদের ধৈর্যশীল হওয়া উচিত, তারা যা বলে তা শোনা উচিত, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত এবং কোনভাবেই তাদের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়, নতুবা সন্তানাদি বিপথে যাবে।"

হুযূর আকদাস আরো উল্লেখ করেন যে, সোশ্যাল সার্ভিসেস (সমাজসেবা অধিদপ্তর) তাদের দায়িত্বাধীন শিশুদের যথাযথ ধর্মীয় এবং নৈতিক লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সুতরাং, তারা যেভাবে মনে করে সেভাবে

তাদের লালন-পালন করে থাকে। তাই, হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পর্যালোচনা করা উচিত এমন আহমদী শিশু যারা তাদের পিতামাতা কর্তৃক দুর্ব্যবহারের শিকার হন তাদের জন্য কেয়ার হোম (আশ্রয় কেন্দ্র) খোলা সম্ভব কিনা, যেন সহানুভূতির সাথে তাদের ধর্মীয় এবং পার্থিব চাহিদার দেখভাল করা যায়, এবং একবার যখন সমস্যাসমূহের নিরসন হয়, তখন সন্তানদেরকে তাদের পারিবারিক বাসগৃহে ফেরত পাঠানো যায়।

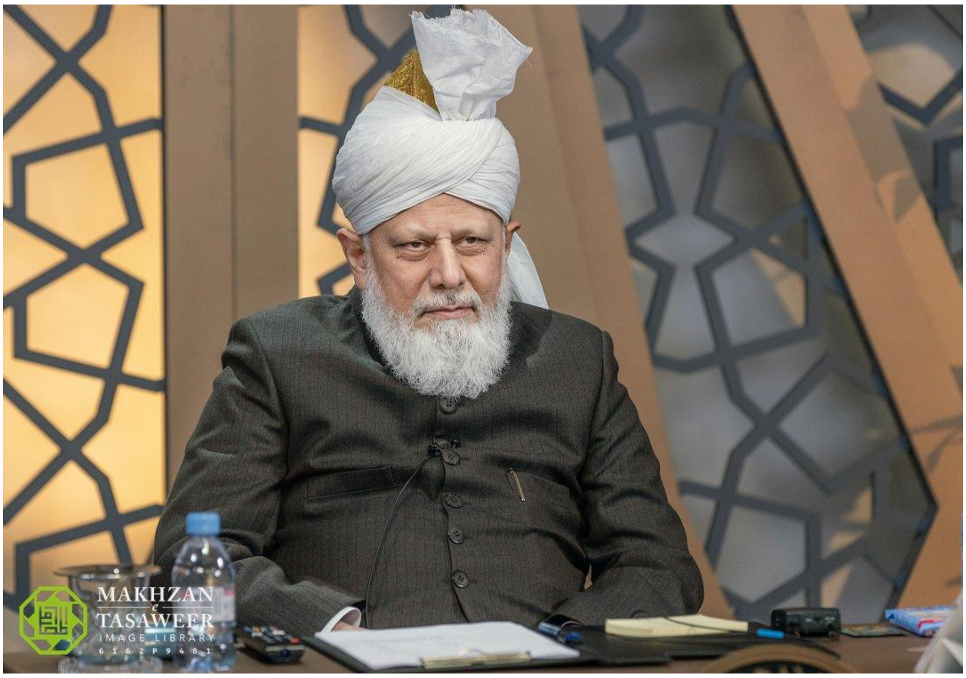

আরেকজন ছাত্রী বিয়ের প্রস্তাব অনুসন্ধান বা বিবেচনা করার সময়ে সঠিক মানসিকতা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এজন্য, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের জন্য একটি সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যখন কেউ কোন বিয়ের প্রস্তাব বিবেচনা করে, তারা তিন-চারটি বিষয় বিবেচনা করে থাকে। তারা কারও পরিবারের সামাজিক মর্যাদা দেখে তাকে বিয়ে করে, অথবা তার সম্পদ দেখে বিয়ে করে। আর যদি কোন পাত্র তার জন্য কনে খুঁজতে থাকে তখন সে সৌন্দর্য খুঁজে থাকে; আর যদি কোন পাত্রী তার জন্য বর খুঁজে তবে সে এমন কাউকে খুঁজে যে স্মার্ট। এটি আমরা আজকের সমাজে দেখে থাকি। এই হলো তিনটি বিষয়। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে, এই তিনটি বিষয়ই পার্থিব আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের যা অনুসন্ধান করা উচিত তা হল তার নৈতিকতা এবং আচার-আচরণ।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যখন কোন ছেলে বিয়ের প্রস্তাব অনুসন্ধান করে, তখন পাত্রীর নৈতিকতা ও ধার্মিকতাকে তার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত; অনুরূপভাবে, কোন নারীরও একই বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। আমি অনেক সময় পুরুষদেরকে বলে থাকি যে, এই নির্দেশনা কেবল নারীদের জন্য নয়। বরং, পুরুষদের নিজেদের উচ্চ নৈতিক মান থাকা উচিত এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার ওপর অনুশীলন করা উচিত। যদি পাত্র নিজে স্বয়ং ধার্মিক না হয়, তাহলে কীভাবে তার পক্ষে একজন ধার্মিক কনে পাওয়া সম্ভব আর কীভাবেই বা তার মনোযোগ এমন মেয়ে খোঁজার বিষয়ে নিবদ্ধ হবে, যে ধার্মিক? এভাবে, একটি বাক্যে মহানবী (সা.) পুরুষ এবং নারী উভয়কে পথ প্রদর্শন করেছেন যে, তাদের উচিত জীবনসঙ্গী নির্বাচনে ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দেওয়া।"

বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

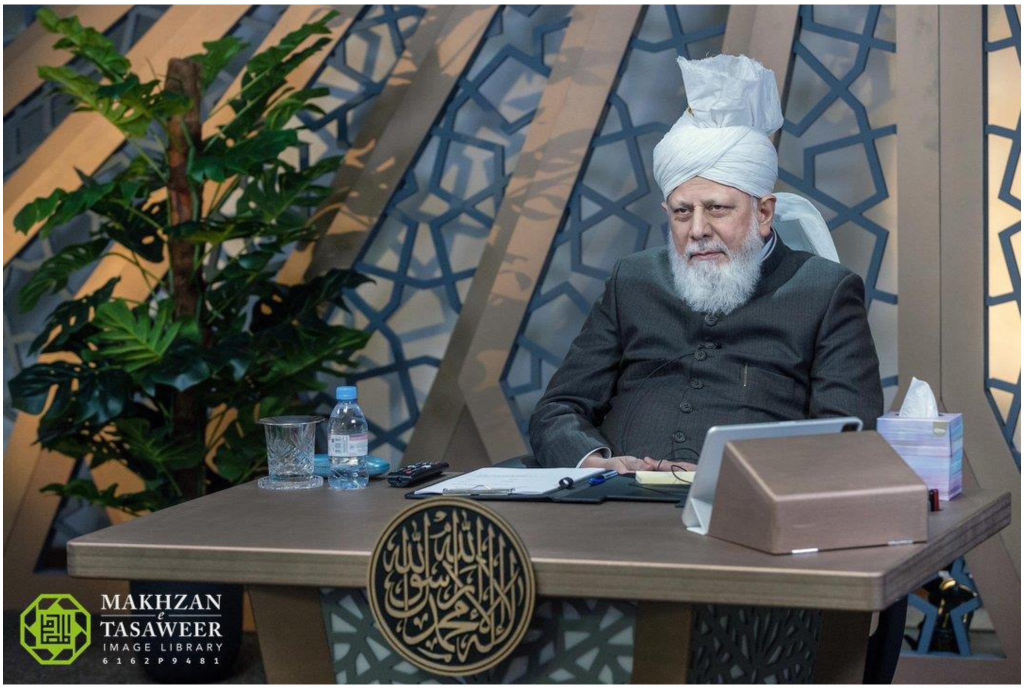

"এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, যখন তুমি জোড়া খোঁজার জন্য দোয়া করো, তোমার দোয়া করা উচিত যেন তুমি সৌভাগ্যমণ্ডিত (নেক নসীব) হও। এমন স্বামীর জন্য দোয়া করো যিনি ধার্মিক, যিনি নৈতিকতায় সমুচ্চ, যিনি উচ্চশিক্ষিত, তিনি তোমার প্রতি যত্নশীল (হবেন), যিনি তোমার সাথে ভালবাসা পূর্ণ আচরণ করবেন এবং যার ওপর আস্থা রাখা যায়। এমন মানুষের নিকট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করো যারা তোমাকে প্রতারিত করবে। ... এমনকি দোয়া করার সময়, তোমার সঠিকভাবে দোয়া করা উচিত। সুদর্শন অথবা সম্পদশালী জোড়ার জন্য দোয়া করো না; বরং, এই দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সৌভাগ্যশালী করেন। যখন তুমি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার অর্থ এই হবে যে, সর্বপ্রকারের উত্তম বিষয় তুমি লাভ করবে।"

আরেকটি প্রশ্ন এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল যে, স্কুলগুলোতে ইসলামী শিক্ষার অংশ হিসেবে কী কী পড়ানো উচিত।

এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে, হুযূর আকদাস জোর দেন যে, ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত যেগুলো নিয়ে বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে সহমত রয়েছে আর ছোট ছোট বিভেদের বিষয়গুলোর মধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ঐ সকল বিষয়, যেগুলো সাধারণভাবে গৃহীত, সেগুলো পবিত্র কুরআনের মূল এবং স্পষ্ট শিক্ষা। মহানবী (সা.)-এর ওপর ঈমান রাখা আবশ্যক, আর মহানবী (সা.)-এর ঐ সকল হাদীস, যেগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর ওপর আমাদেরকে অবশ্যই আমল করতে হয়, আর এ ধরনের বিষয়গুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং, এই সকল সাধারণভাবে গৃহীত বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। বিতর্কিত বিষয়গুলো এবং পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শের ফিরকাগুলোর মত-পার্থক্যগুলোর গভীরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই ..."

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে ফিকাহ্ শাস্ত্রের যে সকল বিষয়ে মতের ভিন্নতা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো (স্কুল শিক্ষাক্রমের ঊর্ধ্বে) পৃথক বিতর্কের বিষয়। হ্যাঁ, এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, একটি ফিরকা এই ধরনের বিশ্বাস রাখে, আর আরেক ফেরকা অমুক বিশ্বাস রাখে। তবে মৌলিক শিক্ষা একই যে, আল্লাহ্ এক, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবীঈন এবং পবিত্র কুরআন শেষ কিতাব।"